নাম বদলে টানা চার বার দাখিল পাস করেছেন ১৬ শিক্ষার্থী

ওরা ভাড়াটে পরীক্ষার্থী

আসিফ হাসান কাজল

প্রকাশিত: ০০:১৯, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪; আপডেট: ০১:২০, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪

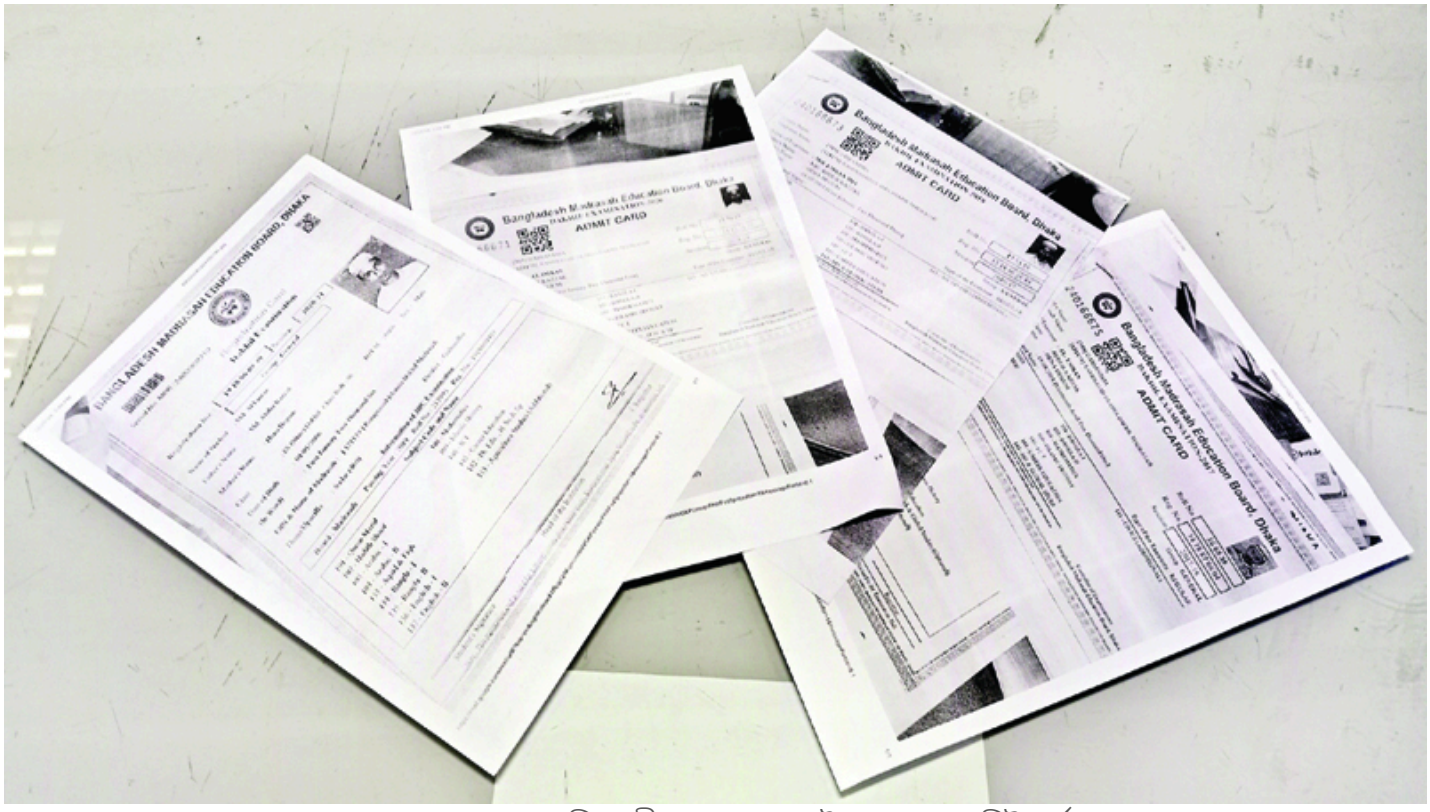

নাম বদলে চারবার দাখিল পরীক্ষা দেওয়া আল-ইমরানের অ্যাডমিট কার্ড

দাখিল পরীক্ষায় সেশন ২০১৫-১৬। সে বছরের দাখিল পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী ছিলেন আল-ইমরান। তার পিতার নাম আব্দুর রাজ্জাক। মায়ের নাম হেনা বেগম। পরীক্ষার প্রবেশপত্রে তার জন্মতারিখ দেওয়া হয় ১৯ এপ্রিল ২০০১। প্রবেশপত্রেও তাকে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এর পরের বছর আল-ইমরানের নাম একটু পাল্টে যায়। সে বছর এডমিট কার্ডে তার নাম মো. ইমরান মিয়া। পিতার নাম একই থাকলেও নামের আগে যুক্ত হয় মোহাম্মদ। মায়ের নাম হেনা বেগম। ২০১৬-১৭ সেশনের পরীক্ষায়ও তাকে নিয়মিত পরীক্ষার্থী দেখানো হয়।

UNIBOTS

তবে বদলে দেওয়া হয় জন্মতারিখ। সেবছর তার জন্মতারিখ ছিল ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩। কিন্তু প্রবেশপত্রে যে ছবি সেটি আগের বছরেরই। ২০১৮-১৯ সেশনেও ইমরান দাখিল পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ নেয়। কিন্তু এবারও নামে কিঞ্চিত পরিবর্তন করা হয়। সেখানে ইংরেজি ই এর পরিবর্তে যুক্ত হয় আই। পিতার নাম সেই আব্দুর রাজ্জাক ও মায়ের নাম হেনা বেগম। আর জন্মতারিখ ১ জানুয়ারি ২০০৪। ২০২০-২১ সেশনে ইমরান আবারও দাখিল পরীক্ষায় অংশ নেয়। এবারও নামের ভিন্নতা অল্প। রয়েছে বয়সের পরিবর্তন। বাবা-মায়ের নামও একই।

রেজিস্ট্রেশন কার্ডে ছবিও হুবহু এক। শুধু ইমরান একা নয়। গাইবান্ধার সদরের রমাপ্রসাদ ইসলামিক দাখিল মাদ্রাসায় ১৬ জন শিক্ষার্থী তিন চারবার করে দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। তারা কেন বারবার পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে তা নিয়েও আশ্চর্য মাদ্রাসা ৎ শিক্ষা বোর্ড। সূত্র জানায়, গাইবান্ধা শিক্ষা অফিস থেকে বোর্ডে একটি চিঠি দেওয়া হয়। সেখানে এসব পরীক্ষার্থীর তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। পরে এসব পরীক্ষার্থী র কাগজপত্র যাচাই করে অবাক করা তথ্য পায় শিক্ষা বোর্ড। যার কপি জনকণ্ঠের হাতেও রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মোহাম্মদ মাহবুব হাসান জনকণ্ঠকে বলেন, মাদ্রাসা বোর্ডে নাম পরিবর্তন- সংশোধন একটি নিয়মিত ঘটনা। তবে অনেকেই অবৈধভাবে নাম-ধাম পরিবর্তন করে নেয়। আমাদের ধারণা এসব পরীক্ষার্থীকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভাড়া করেছে। অথবা তাদের ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য আছে। বিষয়টি তদন্ত করলেই জানা যাবে।

মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের একাধিক সূত্র জানায়, প্রতিবছর দাখিল পরীক্ষায় কোনো মাদ্রাসা থেকে ১৬ জনের কম পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ না করলে বা পাস না করলে মাদ্রাসার এমপিও (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) বাদ হয়ে যায়। এর ফলে শিক্ষক-কর্মচারী সরকারি অংশের বেতন পাবেন না। এসব কারণে অনেক মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী ভাড়া করে পরীক্ষা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এমন ঘটনা অনেক সময় শোনা যায়। তবে এভাবে একই চেহারার প্রায় একই নামে পরীক্ষা দেওয়ার বিষয়টি বেশ আশ্চর্যজনক।

সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও বলছে, বোর্ডগুলোতে নাম পরিবর্তন, বয়স পরিবর্তনের জন্য প্রতি মাসে শত শত আবেদন জমা পড়ে। অনেকে আবার নানাভাবে বয়সের পরিবর্তন বা নাম পরিবর্তন করে পরীক্ষা না দিয়েও সার্টিফিকেট নেয়। এর জন্য সব বোর্ডে শক্তিশালী একটি চক্র রয়েছে। তবে সাধারন শিক্ষা বোর্ড থেকে মাদ্রাসা বোর্ডে এসব কা- বেশি ঘটে থাকে। বর্তমান সময়ে অনেকেই সমন্বয়কদের ব্যানারে এসব অনৈতিক দাবি নিয়ে হাজির হচ্ছেন। অনিয়ম করে এগুলো পাস করতেও চাপ দিচ্ছেন। এসব চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান ঠিকমতো অফিস করছেন না বলেও জানা গেছে।

জনকণ্ঠের হাতে একাধিক তথ্য ঘেঁটে দেখা যায়, ভাড়াটে পরীক্ষার্থী হিসেবে ছাত্রীদেরও নাম ব্যবহার করে পরীক্ষা দিতে দেখা গেছে। এর মধ্যে ২০২১-২২ সেশনের পরীক্ষার্থী বিউটি খাতুন রয়েছেন। আবার সবাই যে শুধু নামের আংশিক পরিবর্তন করছেন বিষয়টি এমন নয়। অনেকে আবার বছর বছর সম্পূর্ণ নামই বদলে পরীক্ষা দিচ্ছেন। রমা প্রসাদ ইসলামি দাখিল মাদ্রাসায় ২০১৮-১৯ সেশনে পরীক্ষা দেয় মো. হান্নান মিয়া।

তার পিতার নাম আহাম্মদ আলী। মায়ের নাম হালিমা বেগম। জন্মতারিখ ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪। ওই সেশনে তার রোল নম্বর ছিল ১৬৬২০৮। বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৭১৭৮৫৭৮৫২। ওই

বছর সে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে দাখিল পরীক্ষায় অংশ নেয়।

কিন্তু একই পরীক্ষার্থী পরের বছর নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন করে। তবে এবছর তার নাম পরিচয় ভিন্ন হলেও ছবি একই থাকে। তথ্য ঘেটে দেখা যায়, আগের বছর হান্নান মিয়র জায়গায় পরীক্ষা দেয় মো. জাহিদ হাসান। কিন্তু দুই বছরেই একই ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তার মায়ের নাম জামিরুন নিসা ও পিতার নাম মো. জাহিদ হাসান লেখা হয়েছে। অবাক করার তথ্য হলো ২০১৪-১৫ ও ২০১৬-১৭ সেশনেও মো. হান্নান কখনো হান্নান মিয়া ও কখনো আব্দুল হান্নান নামে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয়ক ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তপন কুমার সরকার জনকণ্ঠকে জানান, সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে এমন ঘটনা ঘটার কোনো কারণ নেই। সব কিছুই হয় অটোমেশনে। মাদ্রাসার যে ঘটনাটি শুনছি এটি আশ্চর্যজনক। আমি এমনটি কখনো শুনিনি। আশা করছি এই বোর্ডই ভালো ব্যখ্যা দিতে পারবে। আমিও ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিবো।

এসব বিষয়ে জানতে খোঁজ নেওয়া হয় গাইবান্ধা সদরের মাদ্রাসায়। মাদ্রাসার পরিচালক রেজাউল করিম জানান, এমন কোন ঘটনা বা অনৈতিক কাজ তারা করেননি। এই মাদ্রাসায় আড়াইশ শিক্ষার্থী আছে। প্রতিবছর ২০-২২ জন পরীক্ষার্থী দাখিল পরীক্ষায় অংশ নেয়। এরপর নানা কথা বলতেই তিনি এমপিও নীতিমালা ও শর্তের কথা জানান।

রেজাউল বলেন, যারা এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিষ্ঠানের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আর আমাদের প্রতিবছর অন্তত ১৬ শিক্ষার্থী পাস করতে হবে। এটি বৈষম্য না? নীতিমালায় কী অনিয়ম ও দুর্নীতি করার কথা বলা হয়েছে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, দুই একটি ভুল করে হয়ে গেছে। এমন ভুল হতেই পারে। এসব বিষয় জানতে উপজেলা ৎ শিক্ষা কর্মকর্তা জহিরুল ইসলামকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি ধরেননি।